দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 OCT 1986
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

ঢাকা বিভাগের ৫টি জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান বিঘ্নিত

গফরগাঁও (ময়মনসিংহ), ২৬ অক্টোবর (সংবাদদাতা)।— গফরগাঁও উপজেলায় অবস্থিত দু'টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন মুখী সমস্যায় লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে।

উল্লেখ্য, উপজেলার বিভিন্ন প্রাইমারী স্কুলের মধ্যে হেডকোয়াটারে অবস্থিত ইসলামিয়া প্রাইমারী স্কুল ও খায়রুল্লাহ প্রাইমারী স্কুলের সর্বাধিক গুরুত্ব রয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর উপজেলার বহুসংখ্যক প্রাইমারী স্কুলের উন্নয়ন ও সংস্কার সাধিত হলেও উল্লেখিত দু'টি স্কুল অদ্যাবধি উন্নয়ন সাধিত হয়নি। তার মধ্যে খায়রুল্লাহ প্রাইমারী স্কুলটিতে ভগ্নপ্রায় জীর্ণ-শীর্ণ ভবনেই লেখাপড়া চলছে। দু'টি প্রাইমারী স্কুলের কোনটিতেই বারান্দা নেই। ইসলামিয়া প্রাইমারী স্কুলের দরজা-জানালা বেশীর ভাগই ভগ্নপ্রায়।

গত আর্থিক সালে উপজেলা পরিষদ উক্ত স্কুলটির উন্নয়নকল্পে অর্থ বরাদ্দ করলেও অদ্যাবধি বরাদ্দকৃত অর্থ কোন কাজে লাগানো হয়নি।

বিদ্যালয়ের ছাদ ধসে পড়তে পারে

সিরাজদিখান (মুন্সীগঞ্জ) থেকে সংবাদদাতা জানান, সিরাজদিখান উপজেলার গোড়াপীপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদ যে কোন সময় ধসে পড়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

প্রকাশ, ১৯৬৪ সালে নির্মিত বিদ্যালয়ের পাকা ভবনটি প্লাস্টার না করায় ছাদ ও দেয়ালে মারাত্মক ফাটল দেখা দিয়েছে। সামান্য বৃষ্টি হলেই রুমের মধ্যে পানি জমে যায়।

উপজেলার বৃহত্তম এ প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে প্রায় এক হাজার ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করে।

উল্লেখ্য, বিদ্যালয়টিতে প্রায় এক হাজার ছাত্র-ছাত্রী থাকলেও শিক্ষক আছেন মাত্র ৪ জন। সরকারী নিয়মে প্রতি ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য একজন শিক্ষক থাকার কথা। সে হিসেবে বিদ্যালয়টিতে শিক্ষক দরকার ২৪ জন।

স্কুলে শিক্ষক নেই

নকলা (শেরপুর) থেকে সংবাদদাতা জানান, উপজেলার বানেশ্বর্দী ইউনিয়নের কায়দা উত্তরপাড়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি গত ১৪ জুলাই '৮৩ সালে মহাপরিচালক প্রাইঃ শিক্ষা ঢাকা-২২৩/১২ প্রাইঃ স্মারক নং মোতাবেক বিদ্যালয়টি সরকারী করা হয়।

কিন্তু সুদীর্ঘ প্রায় ৪ বছর হল উক্ত স্কুলে প্রধান শিক্ষকসহ ৪টি পদের মধ্যে ১টি পদও মঞ্জুরী করা হয়নি।

বিদ্যালয় বিধ্বস্ত

রাজবাড়ী থেকে সংবাদদাতা জানান, ১৭ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত শহীদ স্মৃতি স্টেডিয়াম বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি কালবৈশাখীর ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়ে গেলে তার কোন সংস্কার না হওয়ায় ছাত্র-শিক্ষকরা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশংকায় ভুগছে।

ইতিমধ্যে যারা অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে একে টিকিয়ে রেখেছিলেন তারা বিদ্যালয় ছেড়ে জীবিকার তালাশে অন্যত্র চলে গেছেন।

ত্রিশালে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত

ত্রিশাল থেকে সংবাদদাতা জানান, প্রয়োজনীয় সংস্কার, আসবাবপত্র, শিক্ষার উপকরণাদির অভাব, শিক্ষক পদ শূন্য, শিক্ষাদানের সুষ্ঠু পরিবেশ না থাকায় ত্রিশাল উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা নানা সমস্যায় জর্জরিত।

ত্রিশাল উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১১৮টি তার মধ্যে ৪৮৬টি শিক্ষক পদের মধ্যে ১৭টি শিক্ষক পদ খালি রয়েছে। তাছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশ শিক্ষক, চেয়ার, টেবিলের অভাবে দাঁড়িয়ে ক্লাস নেন। অনেক বিদ্যালয়েরই বেড়া নেই— থাকলেও নড়বড়ে, দরজা-জানালা ও অন্যান্য শিক্ষা সামগ্রী নেই। ফলে, ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়ার বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে।

ত্রিশাল উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সমস্যা দিন দিন বাড়ছে।

মাদারীপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকের অভাব

মাদারীপুর থেকে সংবাদদাতা জানান, শিক্ষা ভবনের জরাজীর্ণ অবস্থা শিক্ষা উপকরণসহ আসবাবপত্রের সংকট, প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাব এবং শিক্ষকদের অনিয়মিত উপস্থিতি প্রভৃতি কারণে মাদারীপুর জেলার ৪টি উপজেলার ৪৩৮টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ লাখ ৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

এই ৪৩৮টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের অধিকাংশই সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। যে কোন সময় ভবনগুলো ধসে পড়তে পারে।

মাদারীপুর জেলার অনেক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষক কম রয়েছে এবং জেলার ৪টি উপজেলায় বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় শতাধিক শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে।